দৈনিক সংবাদ
তারিখ 10 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌখিক পরীক্ষা

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মান্ধাতা আমলের অনেক রীতিনীতি এখনও চালু আছে। বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষম অনুকরণে এদেশে উচ্চশিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরা চলে যাওয়ার পর যেসব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেগুলোও পুরানো রীতিনীতি অনুসরণ করে চলছে। শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংস্কারের চেষ্টা মাঝে মধ্যে করা হলেও এখন পর্যন্ত আমরা পুরানো অভ্যাস বদলাতে পারিনি।

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ধ অনুকরণে একদা বিভিন্ন পদ্ধতি আমরা চালু করেছিলাম। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিদেশীরা ঐ সব নিয়মকানুন বদলে ফেলেছে। তার অনেকগুলো আমরা অভ্যাসের বশে আঁকড়ে ধরে আছি। তার একটি জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ মৌখিক পরীক্ষা।

স্নাতক ডিগ্রীর জন্য বাধ্যতামূলক মৌখিক পরীক্ষার নিয়ম ইউরোপ-আমেরিকায় নেই বললেই চলে। আমাদের দেশে 'পাস' ডিগ্রীতে নেই; কিন্তু অনার্স ডিগ্রী পেতে হলে ঢালাওভাবে সবাইকে মৌখিক পরীক্ষায় পাস করতে হয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মেধার মূল্যায়নে পরীক্ষকদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বহুবার সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। দু'চারটা প্রশ্ন করে ছাত্রছাত্রীদের পাস-ফেলের ভাগ্য যে নির্ধারণ করা যায় না সে কথা স্বীকার করা হয়েছে। এ সব পরীক্ষার ধরা-বাঁধা কোন ছক থাকে না। প্রশ্ন বা উত্তরের কোন রেকর্ড থাকে না। সবকিছুই কয়েকজন পরীক্ষকের মেজাজমর্জির ওপর নির্ভর করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সবাইকে ঢালাওভাবে পাস করানো হয় এবং মুখ চিনে কম বা বেশী নম্বর দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা যখন এক উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশের ক্রীড়নক তখন কারো পক্ষে নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব কিনা সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায়, মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সমস্যা পদ্ধতির সমস্যা।

যখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীরা সংখ্যা কম ছিল, তখন ধীরেসুস্থে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার মূল্যায়নের খানিকটা যুক্তি ছিল। উচ্চশিক্ষার গণতন্ত্রায়নের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে এবং ডিগ্রী পরীক্ষার জন্য মৌখিক পরীক্ষা প্রায় সকল পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া স্নাতক ডিগ্রী এখন উচ্চতর শিক্ষার প্রবেশপত্র মাত্র। কোন বিষয়ে অনার্স ডিগ্রী পেলে কেউ আর সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বনে যাওয়ার দাবী করেন না। স্নাতক শিক্ষার মাধ্যমে ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার কথা। যারা কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, কর্মক্ষেত্রই তাদের যোগ্যতার বিচার করে থাকে। প্রথম ডিগ্রীর জন্য মৌখিক পরীক্ষা সবদিক থেকেই অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থা পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগে ভারাক্রান্ত হচ্ছে।

আমাদের রাহুগ্রস্ত উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা যারা ধারক-বাহক তাদের অনেকে বিদেশে ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল দিকগুলো তারা গ্রহণ করতে উৎসাহ দেখান না। অকার্যকর বিবেচিত হওয়ার পরও পুরানো পদ্ধতি বাতিল করতে চান না। পাঁচ-দশ মিনিটের মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে এখনও তারা একজন ডিগ্রী প্রার্থীর মূল্যায়ন করতে বদ্ধপরিকর। দুনিয়া এগিয়ে চলছে, আমরা পিছন ফিরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।